রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৩, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ কার্তিক ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৩ অক্টোবর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ২৮৬-আইন/২০০৮।—Representation of the People Order, 1972 এর Article 94 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"অনুচ্ছেদ"** অর্থ Representation of the People Order, 1972 এর কোন Article;

(খ) **"আদেশ"** অর্থ Representation of the People Order, 1972;

(গ) **"কমিশন"** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত নির্বাচন কমিশন;

(ঘ) **"দফা"** অর্থ Representation of the People Order, 1972 এর Article এর কোন clause;

মূল্য ঃ টাকা ২৬.০০

(ঙ) **"নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল"** অর্থ অনুচ্ছেদ ৯০ এ এর অধীন নিবন্ধিত কোন রাজনৈতিক দল;

(চ) **"নির্বাচন"** অর্থ আদেশের অধীন অনুষ্ঠিত কোন সংসদ সদস্যের আসনে নির্বাচন;

(ছ) **"নির্বাচনী এলাকা"** অর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত কোন এলাকা;

(জ) **"প্রকাশ"** বলিতে উহার ব্যাকরণগত বিভিন্নতাসহ, জনগণের প্রবেশাধিকার আছে এইরূপ কোন স্থানে প্রদর্শনও বুঝাইবে;

(ঝ) **"প্রতীক"** অর্থ অনুচ্ছেদ ২০ এ উল্লিখিত প্রতীক; এবং

(ঞ) **"ফরম"** অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে বিধৃত ফরম ।

৩ । **মনোনয়নপত্র দাখিল** ।—অনুচ্ছেদ ১২ এর বিধান সাপেক্ষে মনোনয়ন পত্র "ফরম-১" এ দাখিল করিতে হইবে ।

৪ । **জামানত** ।—(১) অনুচ্ছেদ ১৩ এর অধীন রিটার্নিং অফিসার বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার নগদে বা অন্য কোনভাবে জমাকৃত অর্থ সম্পর্কিত তথ্যাদি "ফরম-২" অনুযায়ী রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন ।

(২) জামানত বাবদ অর্থ নগদে জমা দেওয়া হইলে উহার স্বীকৃতিস্বরূপ রিটার্নিং অফিসার "ফরম-৩" এ একটি রসিদ প্রদান করিবেন এবং উক্ত অর্থ চালানের মাধ্যমে সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে জমা রাখিবেন ।

(৩) রিটার্নিং অফিসার অথবা, ক্ষেত্রমত, কোন প্রার্থী এই বিধির অধীন সংশ্লিষ্ট খাতে অর্থ জমা দিবেন ।

(৪) অনুচ্ছেদ ৪১ এর দফা (১) এর অধীন জমাকৃত অর্থ ফেরৎ দেওয়ার প্রয়োজন হইলে উহা রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহরে অনুমোদিত হইতে হইবে ।

৫ । **মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপীল** ।—(১) অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৫) এর অধীন মনোনয়নপত্র বাছাই অন্তে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন সিদ্ধান্তে কোন প্রার্থী সংক্ষুব্ধ হইলে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে প্রার্থী স্বয়ং অথবা প্রার্থী কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে লিখিতভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত কোন ব্যক্তি মারফত আপীল দায়ের করিতে পারিবেন ।

(২) কমিশনকে সম্বোধন করিয়া কমিশন সচিবালয়ের সচিবের নিকট আপীল দায়ের করিতে হইবে ।

(৩) আপীল স্মারকলিপি আকারে হইবে এবং উহাতে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলের তারিখ, আপীলের কারণ সম্বলিত বিবৃতি এবং তর্কিত আদেশের একটি সত্যায়িত অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে ।

(৪) স্মারকলিপি আকারে দায়েরকৃত আপীলের একটি মূল কপিসহ মোট পাঁচটি কপি দাখিল করিতে হইবে।

(৫) কমিশন সংক্ষিপ্তভাবে অথবা যেইভাবে উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইভাবে আপীল নিষ্পত্তি করিবেন।

(৬) আপীল মঞ্জুরের ক্ষেত্রে, কমিশনের আদেশক্রমে, বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা সংশোধন করিতে হইবে।

৬। **বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা**।—রিটার্নিং অফিসার—

(ক) মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পর অনুচ্ছেদ ১৫ এর দফা (১) অনুসারে অনতিবিলম্বে "ফরম-৪" এ বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহার অফিসের কোন দর্শনীয় স্থানে প্রকাশ করিবেন;

(খ) অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (৫) এর অধীন আপীল মঞ্জুর হইবার ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ১৫ এর দফা (২) অনুযায়ী কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা সংশোধন করিয়া সংশোধিত তালিকা তাহার অফিসের কোন দর্শনীয় স্থানে প্রকাশ করিবেন;

(গ) অনুচ্ছেদ ১৫ এর দফা (১) এ উল্লিখিত তালিকার একটি অনুলিপিসহ দফা (২) এর অধীন সংশোধিত তালিকার একটি অনুলিপি কমিশনে প্রেরণ করিবেন।

৭। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা**।—(১) অনুচ্ছেদ ১৬ এর দফা (৪) এর অধীন প্রস্তুতকৃত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা "ফরম-৫" এ প্রস্তুত করা হইবে।

(২) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নামের তালিকায় নামগুলি বাংলা বর্ণক্রমানুসারে সাজাইয়া তাহাদের প্রত্যেকের বিপরীতে বরাদ্দকৃত প্রতীক লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের তারিখের পরের দিন, তাহার অফিসের কোন দর্শনীয় স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নামের তালিকা প্রকাশ করিয়া উহার অনুলিপি প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনী এজেন্টের নিকট সরবরাহ করিবেন এবং একটি অনুলিপি কমিশনেও প্রেরণ করিবেন।

৮। **বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা**।—(১) অনুচ্ছেদ ১৯ এর দফা (১) এর অধীন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রিটার্নিং অফিসার কমিশনের নিকট হইতে লিখিতভাবে নিশ্চিত হন যে, কোন মনোনয়নপত্র বাছাই অন্তে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপীল দায়ের করা হয় নাই বা, দায়েরের ক্ষেত্রে, কমিশন কর্তৃক উহা মঞ্জুর হয় নাই।

৯। **প্রতীক বরাদ্দ** ।—(১) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে, এই বিধির বিধানাবলী সাপেক্ষে, অনুচ্ছেদ ২০ এর দফা (১) এর অধীন নিম্নলিখিত প্রতীকসমূহ হইতে ১৪১ নং ক্রমিকে উল্লিখিত ক্রস (×) চিহ্ন ব্যতীত যে কোন একটি প্রতীক বরাদ্দ করা যাইবে, যথা ঃ—

১. আনারস	২৫. কুঁড়েঘর	৪৯. ঝুমঝুমি
২. আপেল	২৬. কোদাল	৫০. টাইপ রাইটার
৩. আম	২৭. খরগোশ	৫১. টিফিন ক্যারিয়ার
৪. আংটি	২৮. খাট	৫২. টিয়া পাখি
৫. ইট	২৯. খেঁজুর গাছ	৫৩. টেবিল
৬. উদীয়মান সূর্য	৩০. গরুর গাড়ী	৫৪. টেবিল ঘড়ি
৭. উড়োজাহাজ	৩১. গাভী	৫৫. ট্রাক্টর
৮. একতারা	৩২. গামছা	৫৬. ট্রাক
৯. কবুতর (পায়রা)	৩৩. গীটার	৫৭. টেলিফোন
১০. কমলালেবু	৩৪. গ্লাস	৫৮. টেলিভিশন
১১. করাত	৩৫. গোলাপ ফুল	৫৯. ঠেলাগাড়ী
১২. কলসী	৩৬. ঘন্টা	৬০. ডাব
১৩. কলার ছড়ি	৩৭. ঘুড়ি	৬১. ডালিম
১৪. কাঁঠাল	৩৮. ঘোড়া	৬২. ঢেঁকি
১৫. কাপ-পিরিচ	৩৯. চরকা	৬৩. তবলা
১৬. কামরাঙ্গা	৪০. চাকা	৬৪. তারা
১৭. কাস্তে	৪১. চাবি	৬৫. তালা
১৮. ক্যারাম বোর্ড	৪২. চশমা	৬৬. থালা
১৯. ক্যামেরা	৪৩. চাঁদ	৬৭. দাঁড়িপাল্লা
২০. ক্রিকেট-ব্যাট	৪৪. চামচ	৬৮. দাবা বোর্ড
২১. কেটলী	৪৫. চিংড়ী	৬৯. দালান
২২. কুমির	৪৬. চেয়ার	৭০. দিয়াশলাই
২৩. কুলা	৪৭. ছড়ি	৭১. দেওয়াল ঘড়ি
২৪. কুড়াল	৪৮. ছাতা	৭২. দোয়াত-কলম

৭৩. ধানের শীষ	৯৬. বাঁশি	১১৯. রকেট
৭৪. নলকূপ(টিউবওয়েল)	৯৭. বাঁশের ঝুড়ি	১২০. রিক্সা
৭৫. নোঙ্গর	৯৮. ব্যাটারী	১২১. রেডিও (ট্রানজিস্টর)
৭৬. নৌকা	৯৯. ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট	১২২. রেল ইঞ্জিন
৭৭. পান পাতা	১০০. বেঞ্চ	১২৩. লাঙ্গল
৭৮. পালকি	১০১. বেলুন	১২৪. লাটিম
৭৯. পিঞ্জর	১০২. বৈদ্যুতিক পাখা	১২৫. শীল পাটা
৮০. পিঁড়ি	১০৩. বৈদ্যুতিক বাল্ব	১২৬. শঙ্খ
৮১. পেঁপে	১০৪. বৈয়ম	১২৭. স্টীল আলমারী
৮২. প্রজাপতি	১০৫. মই	১২৮. সিংহ
৮৩. ফুটবল	১০৬. মগ	১২৯. স্যুটকেস
৮৪. ফ্লাস্ক	১০৭. মটর গাড়ী (কার)	১৩০. সেলাই মেশিন
৮৫. ফুলকপি	১০৮. মটর সাইকেল	১৩১. হরিণ
৮৬. ফুলের টব	১০৯. মশাল	১৩২. হাত (পাঞ্জা)
৮৭. ফুলের মালা	১১০. ময়ূর	১৩৩. হাত ঘড়ি
৮৮. বক	১১১. মাইক	১৩৪. হাত পাখা
৮৯. বাঘ	১১২. মাছ	১৩৫. হাঁস
৯০. বাস	১১৩. মাথাল	১৩৬. হাতী
৯১. বই	১১৪. মিনার	১৩৭. হাতুড়ী
৯২. বটগাছ	১১৫. মুলা	১৩৮. হারিকেন
৯৩. বড়শী	১১৬. মোরগ	১৩৯. হুক্কা
৯৪. বাই সাইকেল	১১৭. মোমবাতি	১৪০. হেলিকপ্টার
৯৫. বালতি	১১৮. মোড়া	১৪১. ক্রস (×)

(২) প্রার্থিতা প্রত্যাহারের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হইবার পর রিটার্নিং অফিসার নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত প্রার্থীকে উক্ত দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বরাদ্দ করিবেন।

(৩) স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার, যতদূর সম্ভব, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পছন্দকে বিবেচনায় লইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ পছন্দ কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত প্রতীক বহির্ভূত, অতঃপর উন্মুক্ত প্রতীক বলিয়া অভিহিত হইতে হইবে;

আরও শর্ত থাকে যে, দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী উন্মুক্ত প্রতীকের মধ্য হইতে একই সময় নির্দিষ্ট কোন প্রতীক বরাদ্দের দাবী জানাইলে রিটার্নিং অফিসার উহা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিবেন;

আরও শর্ত থাকে যে, একাধিক স্বতন্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে কোন প্রার্থী ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া থাকিলে তিনি তাহার পছন্দের প্রতীক প্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ পাইতে অধিকারী হইবেন, যদি না উহা কোন দলের জন্য সংরক্ষিত হয় বা ইতিমধ্যে অন্য কাহাকেও বরাদ্দ করা হয় ।

(৪) উপ-বিধি (১) এ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত প্রতীকসমূহ প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পর্যাপ্ত না হইলে কমিশন, তৎবিবেচনায় অন্য কোন প্রতীক নির্ধারণ করিয়া উহা হইতে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে বরাদ্দ করিতে পারিবেন ।

১০ । **ব্যালট পেপার ফরম** ।—(১) প্রত্যেক ব্যালট পেপার "ফরম-৬" এ হইবে এবং প্রত্যেক পোস্টাল ব্যালট পেপার "ফরম-৭" এ হইবে ।

(২) প্রত্যেক ব্যালট পেপারে উহা যে নির্বাচনী এলাকার সহিত সম্পর্কিত সেই নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম লিপিবদ্ধ থাকিবে ।

(৩) বিধি ৭ এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে যেই ক্রমে দেখানো হইয়াছে সেই ক্রমেই ব্যালট পেপারে তাহাদের নাম সাজাইতে হইবে এবং সর্বশেষে প্রার্থীর নামের স্থানে "উপরের কাহাকেও নহে" কথাটি লিপিবদ্ধ করিয়া প্রতীকের নির্ধারিত স্থানে ক্রস (×) প্রতীক সন্নিবেশ করিতে হইবে ।

(৪) ব্যালট পেপারের জন্য ব্যবহৃত কাগজের রং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হইবে ।

১১ । **পোস্টাল ব্যালট পেপার সরবরাহ** ।—(১) রিটার্নিং অফিসার, যত শীঘ্র সম্ভব, অনুচ্ছেদ ২৭ এর অধীন পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে অধিকারী এবং যিনি উক্ত অনুচ্ছেদের দফা (২) অনুযায়ী দরখাস্ত করিয়াছেন, এমন প্রত্যেক ভোটারের নিকট ডাকযোগে একটি পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রেরণ করিবেন এবং একইসঙ্গে—

(ক) ব্যালট পেপারের মুড়িপত্রে যে ভোটারের নিকট উহা প্রেরণ করা হইয়াছে তাহার নাম, ভোটারের ক্রমিক নম্বর ও নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম লিপিবদ্ধ করিবেন; এবং

(খ) উক্ত ভোটার যাহাতে কোন ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করিতে না পারেন উহা নিশ্চিত করিবার জন্য ভোট কেন্দ্রে প্রেরিতব্য ভোটার তালিকায় উক্ত ভোটারের ক্রমিক নম্বরের বাম পার্শ্বে **"প"** চিহ্ন প্রদান করিবেন এবং উহার একটি বিবরণী প্রস্তুত করিয়া সংশ্লিষ্ট ভোট কেন্দ্রে প্রেরণ করিবেন ।

(২) রিটার্নিং অফিসার ব্যালট পেপারের সঙ্গে নিম্নে উল্লিখিত খাম ও কাগজপত্রাদি ভোটারের নিকট প্রেরণ করিবেন, যথা ঃ—

(ক) "ফরম-৮" এ একটি ঘোষণাপত্র;

(খ) "ফরম-৯" এ একটি খাম;

(গ) "ফরম-১০" এ রিটার্নিং অফিসারকে সম্বোধনকৃত একটি বড় খাম; এবং

(ঘ) "ফরম-১১" এ ভোট প্রদানের নির্দেশাবলী।

(৩) প্রত্যেক কর্মকর্তা যাহার তত্ত্বাবধানে বা যাহার মাধ্যমে কোন পোস্টাল ব্যালট পেপার প্রেরিত হয়, তিনি বিলম্ব না করিয়া উহা সঠিক প্রাপকের নিকট বিলি করা নিশ্চিত করিবেন।

(৪) পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার অধিকারী সকল ভোটারের নিকট ব্যালট পেপার প্রেরিত হইবার পর রিটার্নিং অফিসার উক্তরূপ সকল ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র একটি প্যাকেটে সীলমোহর করিয়া রাখিবেন এবং প্যাকেটের উপর উহার অভ্যন্তরস্থ কাগজপত্রাদির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম এবং কোন্ তারিখে তিনি উহা সীলমোহর করিয়াছেন উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

১২। **পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদান**।—(১) পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে ভোটার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দিতে ইচ্ছুক ব্যালট পেপারে তাহার নাম বা প্রতীকের জায়গায় কলম দ্বারা টিক (√) চিহ্ন দিবেন।

(২) ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করিয়া উক্ত ভোটার তাহার নিকট, বিধি ১১ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (ঘ) এর অধীন প্রেরিত "ফরম-১১" এ উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণপূর্বক ব্যালট পেপারটি নির্ধারিত খাম (ফরম-৯) এর ভিতরে রাখিবেন।

(৩) ব্যক্তিগতভাবে ভোটারের পরিচিত এমন অন্য কোন ভোটারের সম্মুখে ভোটার "ফরম-৮" এর ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এবং তিনি তাহার স্বাক্ষর উক্তরূপ ভোটার দ্বারা প্রত্যয়িত করাইয়া লইবেন।

১৩। **নিরক্ষর বা অসমর্থ ভোটারকে সহায়তা প্রদান**।—(১) যদি কোন ভোটার নিরক্ষর হন বা শারীরিক প্রতিবন্ধিতার কারণে পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট চিহ্ন প্রদান করিতে ও "ফরম-৮" এ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি অন্য কোন ভোটার দ্বারা ব্যালট পেপারে তাহার ভোট চিহ্ন প্রদান করাইতে এবং তাহার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করাইতে পারিবেন।

(২) অতঃপর উক্ত ভোটার নিরক্ষর ভোটারের ইচ্ছানুযায়ী তাহার সম্মুখে এবং তাহার পক্ষে ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এবং "ফরম-৮" এ উল্লিখিত যথাযথ জায়গায় প্রত্যয়ন করিবেন।

১৪। **পোস্টাল ব্যালট পেপার পুনঃসরবরাহকরণ**।—(১) বিধি ১১ এর অধীন প্রেরিত কোন পোস্টাল ব্যালট পেপার এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র কোন কারণে বিলি না হইয়া ফেরৎ আসিলে রিটার্নিং অফিসার পুনরায় উহা ডাকযোগে প্রেরণ করিতে পারিবেন অথবা ভোটারের অনুরোধক্রমে উহা তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে সরবরাহ করিতে বা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(২) বিধি ১১ এর অধীন ভোটারের নিকট প্রেরিত ব্যালট পেপার বা এতদ্‌সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি, যদি তাহার অসাবধানতাবশতঃ ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে এবং তিনি যদি উহা রিটার্নিং অফিসারের নিকট ফেরৎ দেন এবং ভোটারের এইরূপ অসাবধানতার বিষয়টি যদি রিটার্নিং অফিসারের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়, তাহা হইলে ভোটারকে অন্য একটি ব্যালট পেপার ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি সরবরাহ করা হইবে।

(৩) রিটার্নিং অফিসার অনুরূপভাবে ফেরতকৃত ব্যালট পেপার ও তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র বাতিল করিয়া একটি আলাদা প্যাকেটে রাখিবেন এবং প্যাকেটের উপর অনুরূপ বাতিলকৃত সকল ব্যালট পেপারের ক্রমিক নম্বরও লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

১৫। **পোস্টাল ব্যালট পেপার ফেরৎ প্রদান**।—(১) বিধি ১২ এর অধীন কোন ভোটার ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া বা বিধি ১৩ এর অধীন ব্যালট পেপারে চিহ্ন ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করাইয়া "ফরম-১১" এ উল্লিখিত নির্দেশাবলী অনুসারে ব্যালট পেপার এবং ঘোষণাপত্র রিটার্নিং অফিসারের নিকট ফেরৎ দিবেন।

(২) রিটার্নিং অফিসার অনুচ্ছেদ ৩৭ এর দফা (১) এ উল্লিখিত সময় শেষ হইবার পর যদি কোন ভোটারের নিকট হইতে পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত খাম প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি উহা প্রাপ্তির তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন এবং অনুরূপ সকল খাম একত্র করিয়া একটি আলাদা খামের ভিতর রাখিয়া দিবেন।

(৩) পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রেরিত ভোট গণনার ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত ব্যালট পেপারসমূহ প্রাপ্তির তারিখ ও সময় এবং ভোটারের নামসহ এতদসংক্রান্ত বিবরণী "ফরম ১২" অনুযায়ী একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন। রিটার্নিং অফিসার পোস্টাল ব্যালট পেপার গ্রহণের সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর প্রাপ্ত মোট পোস্টাল ব্যালট পেপারের সংখ্যা প্রকাশ করিবেন।

১৬। **ব্যালট বাক্সের হিসাব**।—অনুচ্ছেদ ২৮ এর দফা (৪) এর উপ-দফা (এ এ) এর অধীন পোলিং অফিসারগণের নিকট ব্যালট বাক্স সরবরাহের হিসাব এবং অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (১২) এর উপ-দফা (জিজি) এ উল্লিখিত সরবরাহকৃত বা ব্যবহৃত ব্যালট বাক্সের হিসাব "ফরম-১৩" এ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১৭। **ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি**।—(১) অনুচ্ছেদ ৩১ এর দফা (৫) এর উপ-দফা (বি) অনুসারে ভোটার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দিতে ইচ্ছুক তাহার ব্যালট পেপারে উক্ত প্রার্থীর নাম বা প্রতীক সম্বলিত নির্দিষ্ট জায়গায় অথবা উপ-দফা (বি বি) অনুসারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভোট প্রদান করিতে ইচ্ছুক না হইলে "উপরের কাহাকেও নহে" এর বিপরীতে এর জন্য নির্ধারিত প্রতীকের জায়গায় প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত নির্ধারিত মার্কিং সীল দ্বারা চিহ্ন দিতে হইবে এবং অন্য কোন চিহ্ন আইনসিদ্ধ হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ভোটার প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক এতদ্‌উদ্দেশ্যে সরবরাহকৃত নির্ধারিত মার্কিং সীল ব্যতীত অন্য কোন সীল দ্বারা তাহার ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করিতে পারিবেন না। নির্ধারিত মার্কিং সীল ব্যতীত অন্য কোনভাবে চিহ্নিত ব্যালট পেপার গণনা হইতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮। **ভোটার অসমর্থ হইলে ব্যালট পেপার চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি**।—(১) যদি কোন ভোটার দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হন অথবা শারীরিক প্রতিবন্ধী হন বা অন্য কোন প্রকারে শারীরিকভাবে এমন অসমর্থ হন যে, তাহার কোন সহায়তাকারীর প্রয়োজন, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার অন্যূন একুশ বছর বয়স্ক একজন সহায়তাকারীকে সঙ্গে লইবার জন্য অনুমতি দিতে পারিবেন; এবং যদি অসমর্থতা এমন হয় যে, ভোটার ব্যালট পেপারে চিহ্ন দিতে অক্ষম, তাহা হইলে ভোটারের সহায়তাকারী ভোটারের নির্দেশমত ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যে ব্যক্তি ভোটারের উক্তরূপ সহায়তাকারী হইয়াছেন তিনি স্বয়ং কোন প্রার্থী বা প্রার্থীর এজেন্ট হইতে পারিবেন না।

(২) যদি সহায়তাকারী কর্তৃক ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিতে হয়, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার তাহাকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবেন যে, তাহাকে অবশ্যই ভোটারের পছন্দকৃত প্রার্থী বা "উপরের কাহাকেও নহে" এর অনুকূলে ব্যালট পেপারে চিহ্ন প্রদান করিতে হইবে এবং তিনি ভোটারের পছন্দের বিষয়টি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না এবং অবশ্যই ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন।

(৩) যেই ক্ষেত্রে ভোটারের পক্ষে সহায়তাকারী কর্তৃক ব্যালট পেপার চিহ্নিত করা হইবে, প্রিজাইডিং অফিসার, তাহাদের একটি তালিকা সংরক্ষণ করিবেন।

১৯। **ব্যালট পেপার প্রবেশ করাইবার পদ্ধতি**।—কোন ব্যালট পেপার ভোটার কর্তৃক, বা বিধি ১৮ এর অধীন ব্যালট পেপারকে চিহ্ন দেওয়ার জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক, চিহ্নিত হইবার পর ভোটার বা অনুরূপ ব্যক্তি গোপন স্থানে ব্যালট পেপারটি এমনভাবে ভাঁজ করিবেন যাহাতে ভোট গোপন রাখা যায়। অতঃপর তিনি উহা প্রিজাইডিং অফিসারের সম্মুখে রক্ষিত ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করাইবেন।

২০। **টেন্ডার্ড ভোট**।—(১) অনুচ্ছেদ ৩২ এর দফা (৩) অনুসারে "ফরম-১৪" এ টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে।

(২) প্রিজাইডিং অফিসার অনুচ্ছেদ ৩২ এর দফা (১) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তিকে ব্যালট পেপার সরবরাহ করিবার পূর্বে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ফরমে তাহার স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করিবেন।

২১। **আপত্তিকৃত ভোট**।—(১) অনুচ্ছেদ ৩৩ এর অধীন আপত্তিকারী প্রত্যেক প্রার্থী বা তাহার পোলিং এজেন্ট অনুরূপ প্রত্যেক আপত্তির জন্য প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট নগদ একশত টাকা জমা দিবেন।

(২) অনুচ্ছেদ ৩৩ এর দফা (২) অনুসারে "ফরম-১৫" তে আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে।

(৩) প্রিজাইডিং অফিসার ভোট প্রদান শেষ হইবার পর যথাযথ রসিদ গ্রহণ করিয়া উপ-বিধি (১) এর অধীন তাহার নিকট জমাকৃত অর্থ রিটার্নিং অফিসারের নিকট হস্তান্তর করিবেন এবং রিটার্নিং অফিসার উহা চালানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খাতে সরকারী ট্রেজারী বা সাব-ট্রেজারীতে জমা দিবেন।

২২। **বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া থাকা ব্যালট পেপার**।—যদি কোন ভোটারকে সরবরাহকৃত কোন ব্যালট পেপার তৎকর্তৃক ব্যালট বাক্সে প্রবেশ করানো না হয়, এবং যদি উহা ভোট কেন্দ্রের ভিতরে বা নিকটে কোন জায়গায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহা বাতিল করা হইবে এবং "বিনষ্ট ব্যালট পেপার" বলিয়া উহাকে হিসাব করা হইবে।

২৩। **ভোট গণনা**।—(১) প্রিজাইডিং অফিসার অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (৪) এর অধীন ভোট কেন্দ্রের বিভিন্ন ভোট কক্ষে ব্যবহৃত ব্যালট বাক্স খুলিয়া ব্যালট পেপার বাহির করিয়া আনিবার পর, প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে যথাযথভাবে চিহ্নিত করা ব্যালট পেপারসমূহ পৃথক পৃথকভাবে রাখিবেন। অতঃপর উক্ত অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে যথাযথভাবে চিহ্নিত না হইলে বা ত্রুটিযুক্ত ব্যালট পেপারসমূহ আলাদা করিয়া ঐগুলিকে বাদ দিয়া গণনা করিবেন।

(২) ব্যালট পেপারে তাহাদের নাম যে বর্ণানুক্রমে সাজানো হইয়াছে সেইক্রমে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী সম্পর্কে তাহার পক্ষে যথাযথভাবে চিহ্নিত ব্যালট পেপারসমূহ আলাদাভাবে গণনা করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর নাম ও প্রতীক সম্বলিত একটি আলাদা প্যাকেটে রাখিবেন। অনুরূপভাবে "উপরের কাহাকেও নহে" এর পক্ষে যথাযথভাবে চিহ্নিত ব্যালট পেপারসমূহ আলাদা প্যাকেটে রাখিবেন;

(৩) যথাযথভাবে চিহ্নিত নহে বা ত্রুটিযুক্ত ব্যালট পেপারসমূহ আলাদাভাবে গণনা করিবেন এবং একটি আলাদা প্যাকেটে রাখিবেন;

(৪) "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" লিখিত প্যাকেট খুলিবেন এবং ত্রুটিযুক্ত ব্যালট পেপারসমূহ গণনা হইতে বাদ দিয়া প্রত্যেক প্রার্থী এবং "উপরে কাহাকেও নহে" এর পক্ষে যথাযথভাবে চিহ্নিত ব্যালট পেপারগুলি গণনা করিবেন;

(৫) আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারগুলি অনুরূপভাবে গণনার পর প্রিজাইডিং অফিসার "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার" লিখিত প্যাকেট হইতে নেওয়া সকল ব্যালট পেপার একটি আলাদা প্যাকেটের ভিতর রাখিবেন;

(৬) অনুরূপ সকল প্যাকেট, উহাদের সংখ্যা উল্লেখকারী প্রত্যয়নপত্রসহ একটি প্রধান প্যাকেটে রাখিবেন।

২৪। **ভোট গণনার বিবরণী**।—অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (৯) অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক "ফরম-১৬" এ ভোট গণনার বিবরণী প্রস্তুত করিতে হইবে।

২৫। **ব্যালট পেপারের হিসাব**।—অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (১০) অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক "ফরম-১৭" এ ব্যালট পেপারের হিসাব প্রস্তুত করিতে হইবে।

২৬। **ফলাফল একত্রীকরণ**।—(১) রিটার্নিং অফিসার, অনুচ্ছেদ ৩৭ এর অধীন প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রেরিত ভোট গণনার ফলাফলসমূহ "ফরম-১৮" এ একত্রীকরণ করিবেন, যাহা অতঃপর ভোট গণনার একীভূত বিবরণী বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

(২) ফলাফল একত্রীকরণের পূর্বে রিটার্নিং অফিসার, অনুচ্ছেদ ৩৭ এর দফা (২) এর অধীন প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক গণনা হইতে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপার এবং আপত্তিকৃত ব্যালট পেপার পরীক্ষা করিয়া ক্ষেত্রমত পুনরায় গণনা করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে রিটার্নিং অফিসার "আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ" লিখিত প্যাকেট হইতে বাহির করিয়া আনা ব্যালট পেপারসমূহ অন্য কোন ব্যালট পেপারের সহিত মিলাইয়া ফেলিবেন না;

আরও শর্ত থাকে যে, রিটার্নিং অফিসার আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারসমূহ একটি আলাদা প্যাকেটের ভিতর রাখিবেন।

(৩) যদি কোন ব্যালট পেপার অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (৪) অনুযায়ী ত্রুটিযুক্ত হয়, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার উহার উপর কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উহা বাতিল করিতে পারিবেন, যাহা অতঃপর "বাতিলকৃত ব্যালট পেপার" বলিয়া উল্লিখিত হইবে।

(৪) যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনী এজেন্ট কোন ব্যালট পেপার বাতিলে আপত্তি করেন, তাহা হইলে রিটার্নিং অফিসার তাহার প্রত্যয়নের সহিত "বাতিল আপত্তিকৃত" শব্দগুলি যোগ করিবেন।

(৫) ফলাফল একত্রীকরণে, রিটার্নিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোট গণনার বিবরণীতে দৃশ্যমানভাবে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং "উপরের কাহাকেও নহে" এর পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট পেপারের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন; তবে অনুচ্ছেদ ৩৭ এর দফা (৫) এর অধীন পুনরায় গণনার ফলে উক্ত সংখ্যা পরিবর্তিত হইলে পুনরায় গণনার ফলে যে সংখ্যা হইবে উহাই লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৬) একীভূত বিবরণীতে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নামের বিপরীতে এবং "উপরের কাহাকেও নহে" এর বিপরীতে বৈধ ভোটের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে, রিটানিং অফিসার বৈধ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন কিন্তু প্রিজাইডিং অফিসার গণনা হইতে বাদ দিয়াছিলেন এইরূপ ব্যালট পেপারের সংখ্যা, যদি থাকে, আপত্তিকৃত ভোটের মধ্যে যেইগুলি বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে সেইগুলিসহ, হিসাবের মধ্যে আনিতে হইবে।

(৭) উপ-বিধি (৪) এর অধীন রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক বাতিলকৃত ব্যালট পেপারসমূহ একীভূত বিবরণীতে আলাদাভাবে দেখাইতে হইবে।

(৮) অপর কোন ভোট কেন্দ্রের ভোট সংখ্যা অন্তর্ভুক্তির পূর্বে একটি ভোট কেন্দ্রের ভোট সংখ্যা সম্পর্কিত একীভূত বিবরণীর প্রস্তুতকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে ।

(৯) রিটার্নিং অফিসার পোস্টাল ব্যালট পেপার নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করিবেন, যথা ঃ—

(ক) নির্ধারিত সময়ের পর প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত কোন খাম (ফরম-৯) খোলা হইবে না এবং অনুরূপ ব্যালট পেপারের কোন ভোট গণনা করা হইবে না;

(খ) বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত প্যাকেট বন্ধ ও সীলমোহর করিবেন;

(গ) অতঃপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত অন্য সকল খাম একটির পর একটি খোলা হইবে;

(ঘ) প্রত্যেক খাম যখন খোলা হইবে তখন রিটার্নিং অফিসার উহাতে রক্ষিত ঘোষণাপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন এবং নিম্নে উল্লিখিত যে কোন ত্রুটির কারণে ব্যালট পেপারটি বাতিল করতঃ খাম (ফরম-৯) না খুলিয়া উহার উপর যথাযথ প্রত্যয়ন করিবেন ঃ

(অ) যদি উক্ত ঘোষণাপত্র নির্দিষ্ট খামে পাওয়া না যায়; বা

(আ) যদি উক্ত ঘোষণাপত্র উল্লেখ করার মত ত্রুটিপূর্ণ হয়; বা

(ই) যদি উক্ত ঘোষণাপত্রে লিখিত ব্যালট পেপারের ক্রমিক নম্বর "ফরম-৯" এ খামের উপর প্রত্যয়নকৃত অনুরূপ নম্বর হইতে ভিন্নরূপ হয়;

(ঙ) অনুরূপ প্রত্যয়িত প্রত্যেক খাম এবং উহার সহিত প্রাপ্ত ঘোষণাপত্র নির্দিষ্ট খামে পুনরায় রাখা হইবে এবং অনুরূপ সকল খাম একটি আলাদা প্যাকেটে রাখা হইবে যাহা সীলমোহর করা হইবে এবং যাহার উপর নিম্নলিখিত বিবরণসমূহ লিপিবদ্ধ করা হইবে —

(অ) নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম;

(আ) গণনার তারিখ; এবং

(ই) উহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;

(চ) রিটার্নিং অফিসার নির্ভুল ঘোষণাপত্র একটি আলাদা খামে রাখিবেন, যাহা (ফরম-৯) খাম খুলিবার পূর্বে সীলমোহর করা হইবে এবং যাহার উপর দফা (ঙ) এ উল্লিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইবে;

(ছ) অতঃপর পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত "ফরম-৯" এ সকল খাম, যাহা এই বিধির পূর্বোল্লিখিত বিধানসমূহের অধীন ইতোপূর্বে চিহ্নিত করা হয় নাই, একটির পর একটি খোলা হইবে এবং রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক ব্যালট পেপার পরীক্ষা করিয়া ভোটের বৈধতা স্থির করিবেন;

(জ) কোন পোস্টাল ব্যালট পেপার অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (৪) এ উল্লিখিত কারণে বাতিলযোগ্য হইবে এবং উক্ত দফায় উল্লিখিত নির্দিষ্ট চিহ্ন বলিতে বিধি ১২ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত টিক (√) চিহ্ন বুঝাইবে;

(ঝ) রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং "উপরের কাহাকেও নহে" এর পক্ষে পোস্টাল ব্যালটে প্রদত্ত সকল বৈধ ভোট গণনা করিবেন এবং "ফরম-১৮" এ একীভূত বিবরণীতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত এবং "উপরের কাহাকেও নহে" এর পক্ষে প্রদত্ত ভোটের আলাদা আলাদা যোগফল এবং অনুরূপ প্রত্যেক প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করিবেন; এবং

(ঞ) সকল বৈধ পোস্টাল ব্যালট পেপার গণনার পর সীলমোহর করিয়া একটি আলাদা প্যাকেটে রাখা হইবে এবং যাহার উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা হইবে—

(অ) নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম;

(আ) গণনার তারিখ; এবং

(ই) উহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

২৭। **নির্বাচনের ফলাফলের রিটার্ন দাখিল**।—রিটার্নিং অফিসার অনুচ্ছেদ ৩৯ এর দফা (৩) এর অধীন "ফরম-১৯" এ কমিশনের নিকট নির্বাচনের ফলাফলের রিটার্ন দাখিল করিবেন।

২৮। **দলিলপত্রের গণ-পরিদর্শন**।—(১) অনুচ্ছেদ ৪২ এর অধীন কমিশন কর্তৃক সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ ও ব্যালট পেপার ব্যতীত, অফিস চলাকালীন সময়ে প্রত্যেক দলিলের জন্য একশত টাকা হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত দলিলপত্রের কপি, বা উহার উদ্ধৃতাংশ কোন ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত দরখাস্তে প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ একশত টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাইবে।

(৩) অনুচ্ছেদ ৪৪এএ এর অধীন পেশকৃত বিবরণী, ব্যয়ের রিটার্ন এবং দলিল রিটার্নিং অফিসারের অফিসে বা অন্য কোন স্থানে রাখা হইবে, যাহা অফিস চলাকালীন সময়ে একশত টাকা হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য খোলা থাকিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত বিবরণী, ব্যয়ের রিটার্ন এবং দলিলের কপি, বা উহার উদ্ধৃতাংশ, কোন ব্যক্তি কর্তৃক পেশকৃত দরখাস্তে উহার অনুলিপি বা উদ্ধৃতাংশ প্রতি পৃষ্ঠা বাবদ একশত টাকা ফিস প্রদান সাপেক্ষে সরবরাহ করা হইবে।

(৫) অনুচ্ছেদ ৪২ এর অধীন সংরক্ষিত দলিল-দস্তাবেজ এবং অনুচ্ছেদ ৪৪এএ এবং ৪৪সি এর অধীন রক্ষিত বিবরণী, ব্যয়ের রিটার্ন ও দলিল পরিদর্শনের জন্য বা উহাদের কপি সরবরাহের জন্য প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত প্রয়োজনীয় মূল্যের কোর্ট ফি স্ট্যাম্পে সংযুক্ত করিতে হইবে।

২৯। **তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণ**।—(১) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মনোনয়নপত্রের সহিত অনুচ্ছেদ ৪৪এএ এর দফা (১) এর অধীন নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলের সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী "ফরম-২০" এ দাখিল করিবেন।

(২) প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী তাহার মনোনয়নপত্রের সহিত, অনুচ্ছেদ ৪৪এএ এর দফা (২) অনুসারে সম্পদ ও দায়-দেনা এবং তাহার বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী "ফরম-২১" এ দাখিল করিবেন।

৩০। **নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব**।—(১) প্রত্যেক নির্বাচনী এজেন্ট অর্থ প্রাপ্তি ও খরচের একটি রেজিস্টার "ফরম-২২" এ সংরক্ষণ করিবেন।

(২) নির্বাচনী এজেন্ট অনুচ্ছেদ ১৯ বা অনুচ্ছেদ ৩৯ এর অধীন নির্বাচিত প্রার্থীর নাম প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসারের নিকট অনুচ্ছেদ ৪৪সি অনুসারে একটি নির্বাচনী খরচের হিসাব "ফরম-২২" এ দাখিল করিবেন।

(৩) নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাবের সহিত অর্থ প্রদানের তারিখ অনুযায়ী সাজাইয়া এবং ক্রমিক নম্বর প্রদান করিয়া সকল ভাউচার রাখিতে হইবে এবং অনুরূপ ক্রমিক নম্বর সংশ্লিষ্ট হিসাবের যথাযথ কলামে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৪) রিটার্নিং অফিসারের নিকট হিসাব প্রদানকালে অনুচ্ছেদ ৪৪বি এর দফা (৫) এর অধীন যেই সকল ব্যয়ের জন্য রসিদ গ্রহণ আবশ্যক নহে তৎসম্পর্কে পাওনাদারের বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন হইবে না।

৩১। **হলফনামা**।—অনুচ্ছেদ ৪৪সি এর দফা (২) অনুযায়ী শপথপূর্বক নিম্নরূপে হলফনামা সংযুক্ত করিতে হইবে—

(ক) যে ক্ষেত্রে প্রার্থী নিজেই তাহার নির্বাচনী এজেন্ট সেইক্ষেত্রে, "ফরম-২২ক"-তে;

(খ) নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থী কর্তৃক "ফরম-২২খ" তে; এবং

(গ) নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক, "ফরম-২২গ" -তে।

৩২। **রাজনৈতিক দলের ব্যয়ের হিসাব**।—অনুচ্ছেদ ৪৪সিসিসি এর অধীন রাজনৈতিক দলের ব্যয়ের হিসাব বিবরণী "ফরম-২৩" এ দাখিল করিতে হইবে।

৩৩। **নির্বাচনী দরখাস্ত**।—অনুচ্ছেদ ১৯ বা অনুচ্ছেদ ৩৯ এর অধীন নির্বাচিত প্রার্থীর নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে সংক্ষুব্ধ পক্ষ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে নির্বাচনী দরখাস্ত পেশ করিতে পারিবে।

৩৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) The Conduct of Elections Rules, 1972 এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত রহিত বিধিমালার অধীন কৃত কার্য এবং গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত কার্য এবং গৃহীত ব্যবস্থা বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

ক্রমিক নম্বর [ ]

ফরম-১

[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য

প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

প্রথম খণ্ডঃ মনোনয়ন

প্রথম অংশ

(প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, [ ]
(প্রস্তাবকারীর নাম)

ভোটার নম্বর [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(প্রস্তাবকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর [ ][ ][ ][ ]
(ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম [ ]
(প্রস্তাবকারীর ভোটার এলাকার নাম)

উপজেলা/থানার নাম [ ]
(প্রস্তাবকারীর উপজেলা/থানার নাম)

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়নের নাম [ ] এতদ্দ্বারা
(প্রস্তাবকারীর পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়নের নাম)

[ ] নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ
(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে [ ] ,
(প্রার্থীর নাম)

| | ,

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | এর নাম প্রস্তাব করিতেছি।

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

(২) আমি এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ : | | দিন | | মাস | | | | | বৎসর

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

দ্বিতীয় অংশ

(সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, _____

(সমর্থনকারীর নাম)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | |

(সমর্থনকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর | | | | |

(ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম _____

(সমর্থনকারীর ভোটার এলাকার নাম)

উপজেলা/থানার নাম _____

(সমর্থনকারীর উপজেলা/থানার নাম)

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়নের নাম _____ এতদ্দ্বারা

(সমর্থনকারীর পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়নের নাম)

_____ নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

জন্য প্রার্থীরূপে _____ ,

(প্রার্থীর নাম)

_____ ,

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | | এর

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

মনোনয়ন সমর্থন করিতেছি।

(২) আমি এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ : | | দিন | | মাস | | | | | বৎসর

_____

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

তৃতীয় অংশ

(মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক ঘোষণা)

আমি, _____

(প্রার্থীর নাম)

পরিচিতি (PIN) নম্বর | | | | | | | | | | | | | |

পিতা/স্বামীর নাম _____

মাতার নাম _____

ঠিকানা _____

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | | |

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর | | | | |

(ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম _____

(প্রার্থী যে এলাকার ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত সেই ভোটার এলাকার নাম)

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়নের নাম _____

(প্রার্থী যে ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তদসংশ্লিষ্ট পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ইউনিয়নের নাম)

উপজেলা/থানার নাম _____

(প্রার্থী যে ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তদসংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানার নাম)

জেলার নাম _____

(প্রার্থী যে এলাকার ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তদসংশ্লিষ্ট জেলার নাম)

(১) এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি—

(ক) উপরোক্ত মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬(১) অনুযায়ী সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য ।

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬(২) এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২ অনুযায়ী সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার জন্য অযোগ্য নই ।

(গ) তিনটির অধিক নির্বাচনী এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করি নাই ।

(২) আমি মনোনয়নপত্রের সহিত নির্ধারিত ফরমে হলফনামা সংযুক্ত করিলাম ।

(৩) আমার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী ফরম-২০ এ এতদ্সংগে সংযুক্ত করিলাম ।

(৪) নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংক একাউন্ট নম্বর ☐ ও ব্যাংকের নাম ☐ ।

(৫) (ক) আমি আয়করদাতা নহি ☐ / আমি আয়কর দাতা ☐ [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক (√) চিহ্ন দিন]

(খ) আমার সম্পদ ও দায় এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী ফরম-২১ এ সংযুক্ত করিলাম । সেইসাথে আমার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ রিটার্নের কপি দাখিল করিলাম এবং যেহেতু আমি আয়কর দাতা সেহেতু কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি এতদ্সংগে সংযুক্ত করিলাম ।

(৬) (ক) আমি,			রাজনৈতিক দলের প্রার্থী

আমার স্বপক্ষে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন এতদ্সংগে সংযুক্ত করিলাম ।

অথবা

(খ) আমি, স্বতন্ত্র প্রার্থী উহার স্বপক্ষে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২(৩এ) অনুযায়ী দলিলাদি এতদ্সংগে সংযুক্ত করিলাম ।

(৭) বিধি-৪(২) অনুসারে জামানত হিসাবে জমাকৃত ট্রেজারী চালান/রসিদ এতদ্সংগে সংযুক্ত করিলাম ।

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

চতুর্থ অংশ

(স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্তৃক পূরনীয়)

প্রথম ভাগ

(ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন এমন প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, [ ] এতদ্দ্বারা
(প্রার্থীর নাম)

ঘোষণা করিতেছি যে, ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত [ ] জাতীয় সংসদের নির্বাচনে [ ]
(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনী এলাকা হইতে সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছিলাম ।

তারিখ : [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

[ ]
মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

অথবা

দ্বিতীয় ভাগ

(ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হননি এমন প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, [ ]
প্রার্থীর নাম

এতদ্সঙ্গে আমার নির্বাচনী এলাকা [ ] এর এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন
(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)
সম্বলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা সংযুক্ত করিলাম ।

২ । আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, সংযুক্ত তালিকায় প্রদত্ত সকল স্বাক্ষর ভোটারগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রদান করিয়াছেন এবং স্বাক্ষর প্রদানকারী সকলের নাম ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত হইয়াছে ।

তারিখ : [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর

[ ]
মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

* দলীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই অংশ পূরণ করিবার প্রয়োজন নাই

দ্বিতীয় খন্ড ঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

প্রার্থীর ছবি

(এখানে সদ্য তোলা প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট সাইজের এক কপি সত্যায়িত ছবি লাগাইতে হইবে)

১। প্রার্থীর নাম :

২। পরিচিতি (PIN) নম্বর

৩। পিতার নাম :

৪। মাতার নাম :

৫। স্বামী/স্ত্রীর নাম :

৬। জন্ম তারিখ : দিন মাস বৎসর

৭। বয়স : বৎসর মাস দিন

৮। জন্মস্থান :
(জেলার নাম)

৯। ঠিকানা :

(ক) স্থায়ী

(খ) বর্তমান

১০। তাৎক্ষণিক যোগাযোগ :

টেলিফোন নম্বর

মোবাইল নম্বর

ই-মেইল ঠিকানা

১১। লিঙ্গ(টিক [√] চিহ্ন দিন) : পুরুষ মহিলা

১২। বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত ☐ বিবাহিত ☐ বিপত্নীক ☐ বিধবা ☐ তালাকপ্রাপ্ত ☐

১৩। পেশা :

১৪। বর্তমান কর্মস্থল :

(ক) কর্মস্থলের নাম :

(খ) কর্মস্থলের ঠিকানা :

১৫। স্বামী/স্ত্রীর পেশা ঃ

১৬। সন্তানাদি সংক্রান্ত তথ্য ;

(সন্তানাদির সংখ্যা ও তাহাদের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে পূরণ করিতে হইবে)

ক্রমিক	সন্তানের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা ও কর্মস্থল/ প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	বৈবাহিক অবস্থা

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

(বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

তৃতীয় খন্ড

(রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

এই মর্মে মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী [ ]

(প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর নাম)

কর্তৃক [ ] তারিখ [ ] ঘটিকায়

আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয় ।

তারিখ : [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর [ ]

রিটার্নিং অফিসার
অথবা
সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

চতুর্থ খন্ড

মনোনয়ন গ্রহণ/বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

(বাছাই এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৪ এর বিধান অনুসারে এই মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষান্তে গ্রহণ/বাতিল করিলাম ।

মনোনয়নপত্র গ্রহণ/বাতিলের কারণসমূহ—

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

পঞ্চম খন্ড

প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ ও বাছাই এর নোটিশ

(রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নম্বর [ ]

[ ] নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ
(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনের জন্য প্রার্থী [ ]
(প্রার্থীর নাম)

এর মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী কর্তৃক [ ] তারিখে [ ] ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয় ।

দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র [ ] তারিখ [ ] ঘটিকায়

[ ] এ বাছাই করা হইবে ।
(স্থান)

তারিখ : [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর [ ]

রিটার্নিং অফিসার
অথবা
সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

সংযুক্তি-১

হলফনামা

(প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, _____ ,

প্রার্থীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম _____ ,

মাতার নাম _____

ঠিকানা _____

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে _____

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক। আমি এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে,

১. আমার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা _____ এবং সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি এতদসংগে সংযুক্ত করিলাম। (উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম)

২.ক. **আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি** ☐ **[প্রযোজ্য হলে টিক (√) চিহ্ন দিন]**

অথবা

২.খ. **আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বিস্তারিত বিবরণ :**

ক্রমিক নম্বর	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার বর্তমান অবস্থা
১				
২				
৩				

৩.ক. **অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই** ☐ **[প্রযোজ্য হলে টিক (√) চিহ্ন দিন]**

অথবা

৩.খ. অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণঃ

ক্রমিক নম্বর	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার ফলাফল
১				
২				
৩				

৪. আমার পেশার বিবরণী :

৫. **আমার এবং আমার উপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎস/ উৎসসমূহ :**

ক্রমিক নম্বর	আয়ের উৎসের বিবরণ	এই খাত হইতে প্রার্থীর বাৎসরিক আয়	প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের আয়
১	কৃষিখাত		
২	বাড়ি/এপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া		
৩	ব্যবসা		
৪	শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত		
৫	পেশা (শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইন, পরামর্শক ইত্যাদি)		
৬	চাকুরী		
৭	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া)		

৬. আমার, আমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের এবং আমার স্ত্রী/স্বামীর পরিসম্পদ এবং দায়ের বিবরণী :

(ক) অস্থাবর সম্পদ ঃ

ক্রমিক নম্বর	মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে সম্পদের ধরন	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীলের নামে
১	নগদ টাকা			
২	বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ)			
৩	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ			

৪	বন্ড, ঋণপত্র, স্টক একচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৫	পোস্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরণের সঞ্চয় পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ			
৬	বাস, ট্রাক, মটর গাড়ী ও মটর সাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৭	স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৮	ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৯	আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ			
১০	অন্যান্য			

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

(খ) স্থাবর সম্পদ ঃ

ক্রমিক নম্বর	সম্জ্দের বিবরণ	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীলের নামে	যৌথ মালিকানা	যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ
১	কৃষি জমির পরিমাণ ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
২	অকৃষি জমি ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৩	দালান, আবাসিক বা বাণিজ্যিক সংখ্যা, অবস্থান ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৪	বাড়ি/এপার্টমেন্ট সংখ্যা ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৫	চা বাগান,রাবার বাগান, মৎস্য খামার ইত্যাদির মূল্য সংখ্যা ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৬	অন্যান্য (বিস্তারিত বিবরণ অর্জনকালীন মূল্যসহ)					

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

(গ) দায় ঃ

দায়সমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা	পরিমাণ
১	২

(পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

৭.ক. আমি ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হই নাই ☐ **[প্রযোজ্য হলে টিক (√) চিহ্ন দিন]**

অথবা

৭.খ. আমি ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলাম। নির্বাচনের পূর্বে আমার দ্বারা ভোটারদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং উহার কি পরিমাণ অর্জন সম্ভব হইয়াছিল তাহার বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

ক্রমিক নম্বর	প্রতিশ্রুতিসমূহ	অর্জনসমূহ
১		
২		
৩		
৪		

৮. **ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ** (অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

(ক) আমি একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে আমি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করি নাই।

অথবা

(খ) আমি আমার একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে ঐ সব ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করিলাম ঃ

ঋণের ধরণ	ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণের পরিমাণ	খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে)	পুনঃ তফসিলি করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ
একক				
যৌথ				
নির্ভরশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ				
কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে				

আমি শপথপূর্বক আরও বলিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদ্‌সঙ্গে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল ।

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/ টিপসহি

এতদ্বারা জনাব/বেগম _____

প্রার্থীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম ঃ _____

মাতার নাম ঃ _____

ঠিকানা ঃ _____

যিনি জনাব/বেগম ঃ _____

সনাক্তকারীর নাম

ঠিকানা ঃ _____

এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য _____ তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত এই হলফনামা প্রদান করিয়াছেন ।

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিকের স্বাক্ষর

সংযুক্তি-২

(দলের মনোনয়ন)

(এই নমুনায় দলের নিজস্ব প্যাডে পৃথকভাবে প্রদান করিতে হইবে)

(১) আমি, _____

_____

(পদবী, দলের নাম)

	এতদ্দ্বারা নির্বাচনী এলাকা	
(দলের নিবন্ধন নম্বর)		(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

হইতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে _____

(প্রার্থীর নাম)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | | কে

দলের মনোনয়ন প্রদান করিতেছি।

তারিখ : | | দিন | | মাস | | | | | বৎসর

_____

দলের সভাপতি বা সাধারণ
সম্পাদক/মহাসচিব
অথবা
সমমর্যাদাধারী কার্যনির্বাহকের নাম,
স্বাক্ষর ও সীলমোহর

** স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে এই সংযুক্তির প্রয়োজন নাই।*

সংযুক্তি-৩

এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন সম্বলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

মোট ভোটার সংখ্যা

তারিখ

ক্রমিক নম্বর	ভোটারের নাম	বর্তমান ঠিকানা ও টেলিফোন (যদি থাকে)	ভোটার নম্বর	ভোটারের স্বাক্ষর

এ নমুনায় অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করিতে হইবে।

***প্রথম খণ্ডের ৪র্থ অংশের দ্বিতীয় ভাগ পূরণকারী অর্থাৎ ইতোপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য হননি এমন প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়।**

ফরম-২
[বিধি ৪(১) দ্রষ্টব্য]
জাতীয় সংসদ নির্বাচন
জামানত বহি

নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর :

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম	দাখিলকৃত মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নম্বর	জমাকৃত টাকার পরিমাণ	ব্যাংক বা ট্রেজারী চালানের বিবরণ অথবা নগদ টাকা প্রাপ্ত হইলে ফরম-৩ এ প্রদত্ত রসিদের বিবরণ	রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর	নগদ জমার ব্যবস্থা ও মন্তব্য (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

ফরম-৩
[বিধি ৪(২) দ্রষ্টব্য]

জামানতের অর্থ নগদে জমাদানকারীকে প্রদেয় **রসিদ**	জামানতের অর্থ নগদে জমাদানকারীকে প্রদেয় **রসিদ**
ক্রমিক সংখ্যা [ ] **জাতীয় সংসদ নির্বাচন** প্রাপ্ত অর্থের পরিমান : অংকে [ ] কথায় [ ] জমাদানকারীর নাম [ ] প্রার্থীর নাম [ ] জামানত বহিতে ক্রমিক [ ] [ ] রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর তারিখ [ ]	*(এই অংশ জমাদানকারীকে প্রদান করিতে হইবে)* ক্রমিক সংখ্যা [ ] জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী জনাব/বেগম .... এর নিকট হইতে নগদ [ ] (অংক) [ ] (কথায়) টাকা বুঝিয়া পাইলাম এবং জামানত বহিতে [ ] ক্রমিক সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করিলাম । [ ] রিটার্নিং অফিসার/ সহকারী রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহর তারিখ [ ]

ফরম-৪

[বিধি ৬(ক) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীগণের তালিকা

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম :

ক্রমিক	প্রার্থীর নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে)	মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলের নাম/ স্বতন্ত্র	প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম	প্রার্থীর ঠিকানা
১	২	৩	৪	৫

স্থান :

তারিখঃ দিন মাস বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

ফরম-৫

[বিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা

(প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রকাশিতব্য)

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম : ☐

ক্রমিক	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম (বাংলা বর্ণমালার ক্রমানুসারে)	মনোনয়ন প্রদানকারী রাজনৈতিক দলের নাম/ স্বতন্ত্র	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পিতা/স্বামীর নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ঠিকানা	বরাদ্দকৃত প্রতীক	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাইতেছে যে, আগামী ☐ তারিখ সকাল ☐ ঘটিকা হইতে বিকাল ☐ ঘটিকা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ করা হইবে।

স্থান : ☐

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

☐

রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

ফরম-৬
[বিধি ১০(১) দ্রষ্টব্য]

ব্যালট পেপার

ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র	ব্যালট পেপার
জাতীয় সংসদ নির্বাচন ক্রমিক ..... **নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নামঃ** ..... ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নং ..... ভোটার এলাকার নাম..... ..... ভোটারের স্বাক্ষর/টিপসহি **অফিসিয়াল/সরকারী সীল**	**জাতীয় সংসদ নির্বাচন** **নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নামঃ** ..... নাম..... প্রতীক ..... নাম..... প্রতীক ..... নাম..... প্রতীক .....

ফরম-৭
[বিধি ১০(১) দ্রষ্টব্য]

পোস্টাল ব্যালট পেপার

পোস্টাল ব্যালট পেপারের মুড়িপত্র	পোস্টাল ব্যালট পেপার
ক্রমিক	ক্রমিক .....
জাতীয় সংসদ নির্বাচন	**জাতীয় সংসদ নির্বাচন**
নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নামঃ	**নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নামঃ** .....
ভোটারের নাম:	নাম..... প্রতীক .....
ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নং.....	নাম..... প্রতীক .....
ভোটার এলাকার নাম:	নাম..... প্রতীক .....

ফরম-৮

[বিধি ১১(২)(ক) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ভোটদাতা কর্তৃক ঘোষণা

(ভোটদাতা স্বয়ং যখন ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করিবেন, কেবলমাত্র তখনই এই দিকটি ব্যবহার করিতে হইবে)

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ..... ক্রমিক নম্বর সম্বলিত পোস্টাল ব্যালট পেপার যে ভোটদাতার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল, আমিই সেই ব্যক্তি ।

ভোটদাতার নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ ঃ .....

ঠিকানা ঃ .....
গ্রাম/মহল্লা/রাস্তা .....
ইউনিয়ন/পৌর এলাকার নাম .....
উপজেলা/থানা .....
জেলা .....
ভোটার তালিকায় ভোটার ক্রমিক নং.....

(স্বাক্ষর সত্যায়ন)

উপরিউক্ত ফরমটি .....(ভোটদাতা) আমার সম্মুখে স্বাক্ষর করিয়াছেন । তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার সহিত পরিচিত*/আমার সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত .....(সনাক্তকারী) তাহাকে আমার সন্তোষমত সনাক্ত করিয়াছেন ।

.....
সনাক্তকারী থাকিলে তাঁহার নাম ও স্বাক্ষর

ঠিকানা ঃ .....

.....

তারিখ ঃ ..... সত্যায়নকারী অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

পদবী .....

ঠিকানা .....

(ভোটদাতা স্বয়ং স্বাক্ষরদানে অক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ..... ক্রমিক নম্বর সম্বলিত পোস্টাল ব্যালট পেপার যে ভোটদাতার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল, আমিই সেই ব্যক্তি ।

ভোটদাতার পক্ষে সত্যায়নকারী অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

তারিখ ঃ .....

পদবী .....

কর্মস্থল .....

ঠিকানা ঃ .....

প্রত্যয়নপত্র

আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন প্রদান করিতেছি যে,-

(১) উপরে উল্লিখিত ভোটদাতা আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত*/আমার সন্তোষমতে আমার সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত .....(সনাক্তকারী) কর্তৃক সনাক্ত হইয়াছেন;

(২) আমি নিশ্চিত হইয়াছি যে, ভোটদাতা নিরক্ষর ।*/ ..... রোগে পংগু এবং স্বয়ং রেকর্ড করিতে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিতে অক্ষম;

(৩) তিনি আমাকে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবার জন্য এবং তাঁহার পদ হইতে উপরিউক্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য অনুরোধ করেন; এবং

(৪) তাঁহার উপস্থিতিতে এবং তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে আমি ব্যালট পেপারে চিহ্নিত করিয়াছি এবং তাঁহার পক্ষ হইতে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছি ।

.....

তারিখ ঃ ..... সনাক্তকারী (যদি থাকে) এর নাম ও স্বাক্ষর

ঠিকানা .....

** যেসব শব্দ প্রযোজ্য নয়, উহা কাটিয়া দিন ।*

ফরম-৯
[বিধি ১১(২)(খ) দ্রষ্টব্য]

ক

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
(গণনার পূর্বে খোলা যাইবে না)

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

পোস্টাল ব্যালট পেপার

পোস্টাল ব্যালট পেপারের ক্রমিক নং .....

ফরম-১০
[বিধি ১১(২)(গ) দ্রষ্টব্য]

খ

অতীব জরুরী
নির্বাচন অগ্রাধিকার

পোস্টাল ব্যালট পেপার

(গণনার পূর্বে খোলা যাইবে না)

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম .....

প্রত্যয়ন করা গেল যে, এই খাম বিলি করার জন্য ..... তারিখে পাওয়া গেল ।
(তারিখসহ পোস্টাল সীল দিন)

প্রাপক
রিটার্নিং অফিসার
*.....
.....
.....

* এইখানে রিটার্নিং অফিসারের পূর্ণ ঠিকানা দিন ।

ফরম-১১

[বিধি ১১(২)(ঘ) দ্রষ্টব্য]

পোস্টাল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যে ভোটদাতার অবগতির জন্য নির্দেশাবলী

এই সংগে প্রেরিত ব্যালট পেপার যাঁহাদের নাম মুদ্রিত হইয়াছে, তাঁহারা ব্যালট পেপারে উল্লেখিত নির্বাচনী এলাকার জন্য প্রার্থী। আপনি ভোট দিতে ইচ্ছুক হইলে যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিতে চান, তাঁহার নাম ও প্রতীক চিহ্নের স্থানে অথবা "উপরের কাহাকেও নহে" এর বিপরীতে ক্রস (×) চিহ্নিত স্থানে কলম বা পেন্সিলের সাহায্যে একটি টিক (√) দ্বারা আপনার ভোট প্রদান করিবেন। অতঃপর আপনি নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী পালন করিবেন ঃ—

(ক) ব্যালট পেপারে আপনার ভোট চিহ্নিত করার পর ব্যালট পেপারটি এই সংগে প্রেরিত 'ক' চিহ্নিত ক্ষুদ্রতর খামটিতে রাখুন; খামটি বন্ধ করুন এবং সীলমোহর করিয়া বা অন্যভাবে উহাকে নিরাপদ করুন।

(খ) বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৩) অনুসারে আপনার স্বাক্ষর সত্যায়ন করিবার মত যোগ্য কোন গেজেটেড অফিসার বা কমিশন্ড অফিসারের সম্মুখে এই সাথে প্রেরিত "ফরম ৮-এ" প্রদত্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করান।

(গ) যদি নিরক্ষতা বা অক্ষমতার কারণে উপরে উল্লেখিতভাবে স্বয়ং ব্যালট পেপার চিহ্নিত ও ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে উপরে (খ) দফায় বর্ণিত যে কোন অফিসার কর্তৃক আপনার পক্ষে আপনার ভোট চিহ্নিত করাইতে ও ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করাইতে পারিবেন। এইরূপ একজন অফিসার আপনার অনুরোধে আপনার সম্মুখে ও আপনার ইচ্ছা অনুসারে ব্যালট পেপার চিহ্নিত করিবেন। আপনার পক্ষে তিনি প্রয়োজনীয় প্রত্যায়নপত্র প্রদান করিবেন।

(ঘ) উপরে (খ) দফা মোতাবেক আপনার ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করার পর ও আপনার স্বাক্ষর সত্যায়িত করার পর ঘোষণাটি ও ব্যালট পেপার পূর্ণ 'ক' চিহ্নিত ক্ষুদ্রতর খামটি 'খ' চিহ্নিত বৃহত্তর খামের মধ্যে রাখুন। বৃহত্তর খামটি বন্ধ করার পর ডাকযোগে তাহা রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করুন।

(ঙ) আপনি অবশ্যই নিশ্চয়তা বিধান করিবেন যে, অনুচ্ছেদ ৩৭(১) মোতাবেক রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণের জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বে যাহাতে খামটি তাহার নিকট পৌঁছে।

(চ) অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ্য রাখিবেন যে,

(১) যদি আপনি উপরে উল্লেখিতভাবে আপনার ঘোষণাপত্র সত্যায়িত করাইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে আপনার ব্যালট পেপারটি নাকচ করা হইবে; এবং

(২) যদি ৩৭(১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রীকরণের জন্য নির্ধারিত সময়ের পরে খামটি রিটার্নিং অফিসারের নিকট পৌঁছায়, তাহা হইলে আপনার ভোট গণনা করা হইবে না।

ফরম-১২

[বিধি ১৫(৩) দ্রষ্টব্য]

পোস্টাল ব্যালট পেপার বিতরণ ও প্রাপ্তি রেজিস্টার

ক্রমিক	আবেদনকারীর নাম	আবেদনকারীর ঠিকানা*	আবেদনকারী ভোটার তালিকায় ক্রমিক নং এবং ভোটার এলাকার নাম	ভোটার তালিকায় ভোটার নম্বর	আবেদন প্রাপ্তির তারিখ	পোস্টাল ব্যালট প্রেরণের তারিখ	রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর	পোস্টাল ব্যালট প্রাপ্তির তারিখ ও সময়	রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
মোট										

** ঠিকানা বলিতে ভোটার তালিকায় উল্লিখিত আবেদনকারীর পিতা/স্বামীর নাম, গ্রাম/রাস্তা/মহল্লা, ওয়ার্ড নম্বর, ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের নাম, ডাকঘর, উপজেলা/থানা এবং জেলা বুঝাইবে।*

ফরম-১৩

[বিধি ১৬ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ব্যালট বাক্সের হিসাব

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম : .....

ভোটকেন্দ্রের নাম : .....

ভোটকক্ষের নম্বর	ব্যালট বাক্সের নম্বর	সীল নম্বর	সীল ও ব্যালট বাক্স গ্রহণকারী সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার/পোলিং অফিসারের স্বাক্ষর	তারিখ ও সময়	পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর, যদি কেহ সাক্ষী হিসাবে স্বাক্ষরদানে ইচ্ছুক
১	২	৩	৪	৫	৬

ইস্যুকৃত ব্যালট বাক্সের মোট সংখ্যা ঃ

ব্যবহৃত ব্যালট বাক্সের মোট সংখ্যা ঃ

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

ফরম-১৪

[বিধি ২০ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

টেন্ডার্ড ভোটের তালিকা

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

ভোটকেন্দ্রের নাম

টেন্ডার্ড ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা	ভোটদাতার নাম	ভোটার তালিকায় ভোটদাতার ক্রমিক নং	ভোটার এলাকার নাম	ভোটদাতার ঠিকানা	ভোটদাতার স্বাক্ষর বা টিপসহি
১	২	৩	৪	৫	৬

স্থান :

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

ফরম-১৫

[বিধি ২১(২) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

আপত্তিকৃত ভোটের তালিকা

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

ভোটকেন্দ্রের নাম

ক্রমিক	ভোটারের নাম ও ঠিকানা	আপত্তিকৃত ভোটারের ভোটার এলাকার নাম	ভোটার তালিকায় ভোটারের ক্রমিক নং	আপত্তিকৃত ব্যক্তির স্বাক্ষর/টিপসহি	আপত্তিকৃত ব্যক্তির ঠিকানা	সনাক্তকারীর নাম (যদি থাকে)	আপত্তিকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রিজাইডিং অফিসারের আদেশ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, আপত্তিকৃত প্রত্যেক ভোট বাবদ একশত টাকা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং আদায়কৃত মোট ..... টাকা রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে।

স্থান :

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

ফরম ১৬

[বিধি ২৪ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ভোট গণনার বিবরণী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

মোট ভোটার সংখ্যা

ভোটকেন্দ্রের নাম

ক্রমিক	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রতীক	আপত্তিকৃত বৈধ ভোটসহ প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা			মন্তব্য
			বৈধ ভোট	আপত্তিকৃত বৈধ ভোট	মোট বৈধ ভোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৫ [৪(ক)+৪(খ)]	৬
১।						
২।						
৩।						
৪।						
মোট						

(১) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের মোট সংখ্যা (আপত্তিকৃত ভোটসহ)

(২) 'উপরে কাহাকেও নহে' - ভোটের সংখ্যা

(৩) গণনা হইতে বাদ যাওয়া ভোটের মোট সংখ্যা

(৪) [(১), (২) ও (৩) এর সমষ্টি]

স্থান :

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের/নির্বাচনী এজেন্টদের/পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট (যাহা প্রযোজ্য তাহা উলেখ করিতে হইবে)	স্বাক্ষর

ফরম ১৭

[বিধি ২৫ দ্রষ্টব্য।]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ব্যালট পেপারের হিসাব

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ঃ

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নাম ঃ

মোট ভোটার সংখ্যা ঃ

১। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা ____ **হইতে** ____

মোট ____

২। ব্যবহৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা ঃ

ক. ব্যালট বাক্স হইতে প্রাপ্ত ও গণনাকৃত মোট ব্যালট পেপারের সংখ্যা ____

খ. টেন্ডারড্ ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা ____

গ. আপত্তিকৃত ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা ____

ঘ. হারিয়ে যাওয়া ব্যালট পেপারের সংখ্যা ____

ঙ. বিনষ্ট হওয়ার কারণে বাতিল ব্যালট পেপারের সংখ্যা ____

মোট সংখ্যা ____

৩। অব্যবহৃত ব্যালট পেপারের ক্রমিক সংখ্যা ____ **হইতে** ____

মোট ____

৪। ব্যালট পেপারের মোট সংখ্যা (২ ও ৩ এ বর্ণিত) ____

[(১) নম্বর দফায় মোট সংখ্যার সমান হইতে হইবে]

স্থান ঃ

তারিখ ঃ ____ দিন ____ মাস ____ বৎসর

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের/নির্বাচনী এজেন্টদের/পোলিং এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট (যাহা প্রযোজ্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)	স্বাক্ষর

ফরম- ১৮

[বিধি ২৬ (১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ভোট গণনার ফলাফলের একীভূত বিবরণী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম ঃ

ক্রমিক নম্বর	ভোটকেন্দ্রের নাম	মোট ভোটার সংখ্যা	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অনুকূলে প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা (আপত্তিকৃত ভোটসহ)						প্রত্যেক কেন্দ্রে মোট ভোটের সংখ্যা					মন্তব্য
			প্রার্থীগণের নাম(প্রতীক)						"উপরের কাহাকেও নহে" ভোটের সংখ্যা	বৈধ (৪+৫)	বাতিলকৃত	মোট	টেন্ডার্ড ভোটের সংখ্যা	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৪(ঘ)	৪(ঙ)	৪(চ)	৫	৬	৭	৮	৯	১০

ভোট কেন্দ্রসমূহে প্রদত্ত ভোটের মোট সংখ্যা ঃ

পোস্টাল ব্যালট পেপারযোগে প্রদত্ত ভোটের মোট সংখ্যা ঃ

সর্বমোট ঃ

স্থান ঃ

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের/নির্বাচনী এজেন্টদের নাম ও স্বাক্ষর

নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনী এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট (যাহা প্রযোজ্য তাহা উল্লেখ করিতে হইবে)	স্বাক্ষর

ফরম-১৯

[বিধি ২৭ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনের রিটার্ন

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

ক্রমিক	* প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম (ব্যালট পেপারের ক্রম অনুসারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে)	দলের নাম/স্বতন্ত্র	প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা
১	২	৩	৪

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

৮।

"উপরের কাহাকেও নহে" ভোটের সংখ্যা

প্রাপ্ত মোট বৈধ ভোটের সংখ্যা

মোট বাতিলকৃত ভোটের সংখ্যা

মোট টেন্ডার্ড ভোটের সংখ্যা

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, জনাব/বেগম

পিতা/স্বামী

মাতা

ঠিকানা

নির্বাচিত হইয়াছেন।

স্থান ঃ

তারিখ ঃ দিন মাস বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

**নিয়মিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নামের সর্বশেষ ক্রমে "উপরের কাহাকেও নহে" ভোটের সংখ্যা দেখাইতে হইবে।*

ফরম-২০

[বিধি ২৯(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

প্রার্থীর নাম

প্রার্থীর ঠিকানা

ক অংশ ঃ নিজ আয় হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আয়ের উৎস

খ অংশ ঃ আত্মীয়-স্বজন হইতে ধার বা কর্জ বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আত্মীয়-স্বজনের নাম	আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা	সম্পর্ক	আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস

গ অংশ ঃ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রদত্ত দান হিসাবে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আত্মীয়-স্বজনের নাম	আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা	সম্পর্ক	আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস

ঘ অংশ ঃ আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ধার বা কর্জ বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা

ঙ অংশ ঃ আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান হিসাবে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা

চ অংশ ঃ ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ অংশে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	আয়ের উৎস

তারিখ ঃ ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

ফরম-২১

[বিধি ২৯(২) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

সম্পদ ও দায় এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

প্রার্থীর নাম

প্রার্থীর ঠিকানা

অংশ ক-সম্পদ

শ্রেণী ক-গৃহ সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি

মোট পরিমাণ	অবস্থান	আনুমানিক মূল্য
১	২	৩

শ্রেণী খ-গৃহ সম্পত্তি

গৃহের প্রকৃতি ও সংখ্যা	অবস্থান	আনুমানিক মূল্য
১	২	৩

শ্রেণী গ-অন্যান্য সম্পদ

অন্যান্য সম্পদ, যথা-সিকিউরিটি, বন্ড, ব্যাংকের আমানত ইত্যাদি	আনুমানিক মূল্য
১	২

অংশ খ-দায়সমূহ

দায়সমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা	পরিমাণ
১	২

অংশ গ-বাৎসরিক আয় ও ব্যয়

মোট আনুমানিক বাৎসরিক আয়	মোট আনুমানিক বাৎসরিক ব্যয়
১	২

তারিখ ঃ | | | দিন | | | মাস | | | | | বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

ফরম-২২

[বিধি ৩০(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম | নির্বাচনী এজেন্টের নাম

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ঠিকানা | নির্বাচনী এজেন্টের ঠিকানা

অংশ ক ঃ নির্বাচনী ব্যয়ের সারসংক্ষেপ

১(ক)-অর্থ পরিশোধের প্রকার

অর্থ পরিশোধের ধরন	টাকা
১. পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	
২. দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থ	
৩. বিতর্কিত দাবী	
নির্বাচনী মোট খরচ*	

১(খ)-অর্থ ব্যয়ের শ্রেণী

ব্যয়ের উদ্দেশ্য	টাকা
১. প্রচারণা বাবদ	
২. পরিবহণ বাবদ	
৩. জনসভা বাবদ	
৪. নির্বাচনী ক্যাম্প বাবদ	
৫. এজেন্ট ও অন্যান্য স্টাফ খরচ বাবদ	
৬. আবাসন ও প্রশাসনিক খরচ বাবদ	
নির্বাচনী মোট খরচ*	

*১(ক) এবং ১(খ) এর মোট খরচ একই পরিমাণ হইতে হইবে।

(ফরম-২২-এর ২য় পৃষ্ঠা)

অংশ খ ঃ নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব

যে তারিখে ব্যয় করা হয় বা ব্যয়ের অনুমো-দন প্রাপ্ত হয়	ব্যয়ের প্রকৃতি	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ			অর্থ পরিশো-ধের তারিখ	অর্থ পরিশোধ-কারীর নাম ও ঠিকানা	পরিশো-ধিত অর্থের ক্ষেত্রে ভাউচার সমূহের ক্রমিক নম্বর	অপরিশো-ধিত অর্থের ক্ষেত্রে বিলসমুহের ক্রমিক নম্বর (যদি থাকে)	অপরিশো-ধিত অর্থ যে ব্যক্তির অনুকূলে পরিশোধ যোগ্য তাহার নাম ও ঠিকানা	ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, চেক নম্বর এবং তারিখ
		পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ (ক)	অপরিশো-ধিত অর্থের পরিমাণ (খ)	(ক) ও (খ) এর যোগফল						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

অংশ গ ঃ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সর্বমোট ব্যক্তিগত ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ

অংশ ঘ ঃ বিতর্কিত দাবীর হিসাব

দাবী উত্থাপনের তারিখ	দাবী উত্থাপনকারীর নাম ও ঠিকানা	দাবীর প্রকৃতি	দাবীর পরিমাণ	দাবীকৃত অর্থ বিতর্কিত হওয়ার কারণ
১	২	৩	৪	৫

অংশ ঙ ঃ দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থের হিসাব

দাবী উত্থাপনের তারিখ	দাবী উত্থাপনকারীর নাম ও ঠিকানা	অপরিশোধিত দাবীর প্রকৃতি	দাবীকৃত অপরিশোধিত অর্থের পরিমাণ	দাবীকৃত অর্থ অপরিশোধিত থাকার কারণ
১	২	৩	৪	৫

অংশ চ ঃ নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত অর্থ, ইত্যাদির হিসাব

নির্বাচনী এজেন্ট কর্তৃক অর্থ, সিকিউরিটি বা উহার সমতুল্য অর্থ গ্রহণের তারিখ	অর্থ, ইত্যাদি প্রদানকারী ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অর্থের পরিমাণ অথবা সিকিউরিটির মূল্য, ইত্যাদি	অর্থ, ইত্যাদি গ্রহণ/প্রদান করার উদ্দেশ্য	ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, চেক নম্বর এবং তারিখ
১	২	৩	৪	৫

ফরম ২২ক

[বিধি ৩১(ক) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

প্রার্থী স্বয়ং তাঁহার নির্বাচনী এজেন্ট হইলে প্রার্থীর হলফনামা

আমি,.. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের
(প্রার্থীর নাম)

.... নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রার্থী হিসাবে শপথপূর্বক এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে—

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে আমি স্বয়ং আমার নির্বাচনী এজেন্ট হিসাবে কাজ করিয়াছি। নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী এবং সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানামতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং উক্ত রিটার্নের সহিত দাখিলকৃত সকল ভাউচার, বিল ও অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ : | | | দিন | | | মাস | | | | | বৎসর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

জনাব/বেগম.. ....
(প্রার্থীর নাম) (প্রার্থীর ঠিকানা)

যিনি জনাব/বেগম...
(সনাক্তকারীর নাম)

.... কর্তৃক সনাক্ত হইয়া অদ্য .... তারিখে আমার
(সনাক্তকারীর ঠিকানা)

সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

....
ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক-এর
স্বাক্ষর

ফরম ২২খ

[বিধি ৩১(খ) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করা হইলে সে ক্ষেত্রে প্রার্থীর হলফনামা

আমি, ... বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের
(প্রার্থীর নাম)

.....নির্বাচনীএলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হিসাবে শপথপূর্বক এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে—

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে আমি, ... কে
(নির্বাচনী এজেন্টের নাম) (ঠিকানা)

আমার নির্বাচনী এজেন্ট নিয়োগ করিয়াছি। ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয়, প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি বা মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত যাবতীয় পাওনা, মীমাংসাকৃত যাবতীয় দাবী ও সকল হিসাব তাঁহার দ্বারা অথবা তাঁহার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণীতে প্রদত্ত ব্যক্তিগত সর্বমোট ব্যয়ের পরিমাণ উপরিউক্ত এজেন্ট-কে আমি সরবরাহ করিয়াছি এবং উহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য এবং নির্ভুল।

৩। নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে বর্ণিত অন্যান্য সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

জনাব/বেগম..... .....
(প্রার্থীর নাম) (প্রার্থীর ঠিকানা)

যিনি জনাব/বেগম.....
(সনাক্তকারীর নাম)

..... কর্তৃক সনাক্ত হইয়া অদ্য ..... তারিখে আমার
(সনাক্তকারীর ঠিকানা)

সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

.....
ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক-এর
স্বাক্ষর

ফরম ২২গ

[বিধি ৩১(গ) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী এজেন্টের হলফনামা

আমি,....., ...
(নির্বাচনী এজেন্টের নাম) (নির্বাচনী এজেন্টের ঠিকানা)

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের..... নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী জনাব/বেগম....., এর নির্বাচনী
(প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম)

এজেন্ট হিসাবে কাজ করিয়াছি। আমি শপথপূর্বক এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে—

১। উপরে বর্ণিত নির্বাচনে, নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল ব্যয় (প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যতীত), প্রাপ্ত সকল অর্থ বা সিকিউরিটি এবং মূল্যবান দ্রব্যাদি, পরিশোধিত সকল পাওনা, মীমাংসাকৃত সকল দাবী ও সকল হিসাব আমার দ্বারা অথবা জানামতে আমার নিয়ন্ত্রণে ও নির্দেশে ব্যয়, গ্রহণ, সম্পাদন, মীমাংসা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হইয়াছে।

২। নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্নে প্রার্থীর ব্যক্তিগত ব্যয়ের মোট পরিমাণ এবং অন্যান্য ব্যয়ের বিবরণী সম্পর্কে আমি যে সকল তথ্য প্রদান করিয়াছি এবং উক্ত রিটার্ণের সহিত দাখিলকৃত সকল ভাউচার, বিল ও অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ দাখিল করিয়াছি উহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

নির্বাচনী এজেন্টের স্বাক্ষর/টিপসহি

জনাব/বেগম ....
(নির্বাচনী এজেন্টের নাম) (ঠিকানা)

যিনি জনাব/বেগম..... কর্তৃক সনাক্ত হইয়া অদ্য
(সনাক্তকারীর নাম)

..... তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত ঘোষণা করিয়াছেন।

.....
ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক-এর
স্বাক্ষর

ফরম-২৩

[বিধি ৩২ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

রাজনৈতিক দল কর্তৃক দাখিলকৃত ব্যয় বিবরণী

রাজনৈতিক দলের নাম:

রাজনৈতিক দলের ঠিকানা:

*ব্যয়ের খাত	নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	মনোনীত প্রার্থীর নাম	ব্যয়ের পরিমাণ	মন্তব্য
১. প্রার্থীকে প্রদত্ত অনুদান*				
২. প্রচারণা বাবদ				
৩. পরিবহণ বাবদ				
৪. জনসভা বাবদ				
৫. স্টাফ খরচ বাবদ				
৬. আবাসন ও প্রশাসনিক খরচ বাবদ				
৭. বিবিধ				

তারিখ: দিন মাস বৎসর

দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক/মহাসচিব
অথবা
সমমর্যাদাধারী কার্যনির্বাহকের নাম, স্বাক্ষর ও
সীলমোহর

** উপরে উল্লিখিত বিভিন্ন খাতে বিস্তারিত খরচ আলাদাভাবে এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিতে হইবে।*

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখ্‌তার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।